দৈনিক জনকণ্ঠ

১১/৩/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ....

কল্যাণী-ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা

শিহরন রশীদ

কল্যাণী–একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মানসিক প্রতিবন্ধী ও যেসব শিশু বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে পিছিয়ে তাদের এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাদান করে থাকে। এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোও বেশ চমকপ্রদ। সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর সিলেবাসই এখানে অনুসৃত হয়। কিন্তু একটু ভিন্নভাবে। মানসিক প্রতিবন্ধী ও স্বাভাবিক শিশুদের এখানে একীভূত শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে কম বুদ্ধির শিশুরাও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মানসিক হতাশাগ্রস্ততাও অনেকটা কমে যায়। এখানে কথা বলা, ছবি আঁকা, খেলনা, সঙ্গীত, খেলাধুলা বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষাসেবা দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুদের মায়েরাও অংশগ্রহণ করেন।

আমাদের দেশের অসহায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশের পথপ্রদর্শক হিসাবে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন স্থাপিত হয়। আর এ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকা, নবীনগর, সাভার, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও এগারসিন্ধুরে মানসিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুলতানা জামানের উদ্যোগে মিরপুর বড়বাগে 'কল্যাণী' স্থাপিত হয় ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে। প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যা শনাক্তকরণের এ্যাসেসমেন্ট। এই কার্যক্রম দু'টির ফলে তারা শনাক্ত করতে পারে যে শিশুটি কি ধরনের সমস্যার ভুগছে। এরপর তারা ম্যানেজমেন্ট ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। এই কার্যক্রমটিও দুই ভাগে বিভক্ত। স্কুলিং শিক্ষণ ও দূরবর্তী শিক্ষণ।

দূরবর্তী শিক্ষণে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলের ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে হয় না। এ ক্ষেত্রে ছবিসহ বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়। শিশুদের অভিভাবকেরা স্কুলে এসে বিভিন্ন ট্রেনিং সম্পর্কে ধারণা নেন। পরে তাঁরা বাচ্চাদের

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া করানো হয় বিশেষ পদ্ধতিতে

নিয়মিত শিক্ষাদান করেন। দূরবর্তী শিক্ষণে তিনটি প্রোগ্রাম রয়েছে। ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও পোরটেজ প্যাকেজ ট্রেনিং। শারীরিকভাবে অসমর্থ বাচ্চাদের ফিজিওথেরাপি, যে সব শিশুদের কথা বলার সমস্যা রয়েছে তাদের স্পীচথেরাপি এবং কম বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের পোরটেজ প্যাকেজ ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে।

এখানে ইনক্লুসিভ স্কুলের কার্যক্রম ২০০০
সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয়। স্কুলিং শিক্ষণে
নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে
মায়েরাও ক্লাসের সময় সাহায্য করেন। দূরবর্তী
প্রোগ্রাম ও নিয়মিত ক্লাস ছাড়াও স্কুলিং শিক্ষণে
খেলাধুলা, গল্প বলা, ছবি আঁকা বিভিন্ন উপায়ে
শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। স্কুলিং শিক্ষণের ক্ষেত্রে
কয়েকটি শ্রেণী। এর মধ্যে মা ও শিশু বিশেষ
শিশু রয়েছে ২৫ জন। যাদের সকলেই প্র
শিশুশ্রেণী-১-এ রয়েছে ২০ জন। এরাও
প্রতিবন্ধী। শিশুশ্রেণী-২-এ রয়েছে ২৩ জন, যাদে
প্রতিবন্ধী ৮ জন। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ১৭ জন
মধ্যে প্রতিবন্ধী ৭ জন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে
যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩ জন। তৃতীয় শ্রেণীর
শিশুর ১ জন প্রতিবন্ধী। এবং চতুর্থ শ্রেণীতে
প্রতিবন্ধী। কিন্তু এসব শিক্ষার্থীর জন্য এখানে
শিক্ষক নেই। স্থায়ী বিশক্ষক রয়েছেন মাত্র
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাইরে থেকে শিক্ষক নি
হয়। শিশুদের অভিভাবকরাও অনেক ক্ষেত্রে
দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁদের সম্মানী
খুবই সামান্য।

অসহায় প্রতিবন্ধীদের প্রতিভার বিকাশে এ
একটি মাইলফলক। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু